গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
(www.bkkb.gov.bd)

বিষয়: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩০/১২/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৯তম সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব সত্যব্রত সাহা
মহাপরিচালক (সরকারের সচিব)
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

সভার তারিখ : ৩০/১২/২০২০

সময় : বেলা ০২.৩০ টায়

সভার স্থান : বোর্ডের সভা কক্ষ।

সভায় কর্মকর্তাগণের উপস্থিতি : পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।

০২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং সভার কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য পরিচালক (প্রশাসন)-কে অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচালক (প্রশাসন) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

০৩। পরিচালক (প্রশাসন) সভায় অবহিত করেন যে, বোর্ডের ২২/০১/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৮তম সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী বোর্ডের সকল কর্মকর্তাগণের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণীর সংশোধন/সংযোজন সম্পর্কে কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে আলোচনান্তে সর্বসম্মতভাবে কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত (Confirm) করা হয়।

০৪। পরিচালক (প্রশাসন) সভায় ২২/০১/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৮তম সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং আলোচ্যসূচি অনুযায়ী অন্যান্য বিষয় উপস্থাপন করেন। সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্তের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক্রমিক	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
০১।	বোর্ডের নিজস্ব কমিউনিটি সেন্টারের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	(১) পরিচালক, রাজশাহী জানান যে, **মার্চ মাসে করোনা শুরু হওয়ার কারণে এবং সবকিছু বন্ধ থাকায় তিনি** আশ-পাশের কমিউনিটি সেন্টারের ভাড়ার তুলনামূলক বিবরণী প্রস্তুত **করতে পারেননি। আশপাশের** কমিউনিটি **সেন্টারগুলো এখনও বন্ধ রয়েছে। সেগুলো খুলে যাওয়ার পরে তিনি** তুলনামূলক বিবরণী প্রস্তুত **করবেন বলে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। পরিচালক (প্রশাসন) বলেন যে, সরকারের করোনাকালীন সাধারণ ছুটি ০৬ মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। এ ০৬ মাসেও** কমিউনিটি সেন্টারের একটি তুলনামূলক বিবরণী প্রস্তুত **করা না গেলে এটি দুঃখজনক। এ বিষয়ে ০১ মাসের মধ্যে পার্শ্ববর্তী কমিউনিটি সেন্টোরের মূল্য জেনে** একটি তুলনামূলক বিবরণী প্রস্তুত **করা এবং প্রতিবেদন দ্রুত প্রেরণের জন্য** সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা **হয়েছে।**	**(১) রাজশাহী কমিউনিটি সেন্টারের ভাড়ার সাথে তার আশ-পাশের কমিউনিটি সেন্টারের ভাড়ার একটি তুলনামূলক বিবরণী প্রস্তুত করে ০১ (এক) মাসের মধ্যে একটি প্রতিবেদন প্রদানের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।**	(১)পরিচালক (উন্নয়ন), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়।

ক্রমিক	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
		(২) উপপরিচালক, খুলনা জানান, কমিউনিটি সেন্টারের জায়গার গেট এবং বাউন্ডারির কাজ শুরু হয়েছে। স্কুল, ডে-কেয়ার সেন্টার, কফি হাউজ ভাড়া দেয়ার জন্য, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য একটি পুণর্বাসন সহায়তা কেন্দ্র, আইটি ভিশনকে ভাড়া দেওয়া এবং অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের জন্য একটি শরীরচর্চা সহায়তা কেন্দ্র তৈরি করা হবে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য একটি পুর্ণবাসন সহায়তা কেন্দ্র করার কথা রয়েছে সেখানে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক যুক্ত আছে। এতে মহাপরিচালক মহোদয়ের নির্দেশনা আছে। তিনি সব মিলিয়ে অনেকগুলো কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন।	(২) এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিচালক (উন্নয়ন)-কে দায়িত্ব প্রদান করা হলো।	(২) উপপরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনা।
		(৩) জমির মালিকানা নিয়ে যে মামলা রয়েছে, সেটি জেলা প্রশাসক মহোদয়ের নামে রয়েছে। কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে উপপরিচালক, খুলনা এ মামলার পার্টি হয়েছেন। জানুয়ারি মাসে মামলার শুনানি রয়েছে এবং মামলা চলমান। কমিউনিটি সেন্টার আগে পরিত্যক্ত ছিল এখন সেখানে রান্নাঘর এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার কারনে এরই মধ্যে ২-৩ বার ভাড়া প্রদান করা হয়েছে। শিশু বান্ধব স্কুল যেটির নাম ঐক্যতান, এটি ২য় শ্রেণি পর্যন্ত। দিবাকালীন শিশুপরিচর্যা কেন্দ্র এটির নাম ঐকান্তিক, ০৭ (সাত) মাস হতে ০৭(সাত) বছর পর্যন্ত। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের স্কুলের নাম ঐন্দ্রীয়। অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের শরীর চর্চার জন্য একজন ফিজিওথ্যারাফিস্টের সহায়তা নেয়া হবে। এরই মধ্যে ৬-৭ জনের সাথে কথা হয়েছে। এটির নাম দেয়া হয়েছে ঐকাত্ম। কমিউনিটি সেন্টারের ছাদ নষ্ট হয়ে গিয়েছে সেজন্য যতদিন ছাদ সংস্কার করা না হয় ততদিন পর্যন্ত ছাদের উপর টিন দিয়ে মেরামত করে একটি রেস্তোরা করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। যার নাম দেয়া হয়েছে ঐক্যপ্রদীপ। পরিচালক (প্রশাসন) মহোদয় উপপরিচালক খুলনা-কে করনাকালিন সময়ে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা থাকা স্বাত্বেও যেসব কার্যসম্পাদন করেছেন এবং বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছেন সেজন্য সবার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।	(৩) উপপরিচালক, খুলনা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।	(৩) উপপরিচালক, খুলনা।
		(৪) পরিচালক (প্রশাসন) জানান যে, মহাপরিচালক এর আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের কারণে ভুমি মন্ত্রণালয়	(৪) উন্নয়ন শাখা ও পরিচালক, রংপুর-কে এ	(৪)পরিচালক (উন্নয়ন) ও

ক্রমিক	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
		জমি বরাদ্দের অনুমোদন দিয়েছে এবং অনুমোদনপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য জেলা প্রশাসক, রংপুর এবং পরিচালক, রংপুর বরাবর পত্র প্রেরণ করেছেন। সে মোতাবেক পরিচালক, রংপুর-কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।	বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে।	পরিচালক, রংপুর।
		(৫) পরিচালক, চট্টগ্রাম জানান যে, স্থাপত্য অধিদপ্তর হতে ২০ তলা ভবনের একটি নক্সা পেয়েছেন। মহাপরিচালক জানান যে, তিনি এ ব্যাপারে চট্টগ্রাম যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তিনি যাওয়ার পূর্বে স্থাপত্য অধিদপ্তরকে তাঁর আগমনের বিষয়ে অবগত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি পরিচালক (প্রশাসন) ও পরিচালক (উন্নয়ন) তাঁর সফর সঙ্গী হিসেবে নেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। পরিচালক, চট্টগ্রাম-কে খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন এবং কল্যাণ বোর্ডের জায়গাগুলো উদ্ধারের জন্য তাঁর সব রকম সহযোগিতা করার কথা বলেছেন। পরিচালক (প্রশাসন) বলেন যে, মহাপরিচালক মহোদয় এবং পরিচালক (উন্নয়ন) সহ চট্টগ্রাম পরিদর্শন করবে। স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাথে খুব শীঘ্রই সভা করে নক্সা প্রস্তুতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।	(৫) প্রশাসন শাখার মাধ্যমে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	(৫)পরিচালক (প্রশাসন)
		(৬) পরিচালক (উন্নয়ন) বলেন যে, বান্দরবান এর জায়গার ব্যাপারে পরিচালক, চট্টগ্রাম-কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। সে বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে। সেটি যদি হয় তাহলে চট্টগ্রাম সফরের সাথে বান্দরবানের জায়গার ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। এ ব্যাপারে পরিচালক, চট্টগ্রাম জানান যে, তিনি বান্দরবান এর জেলা প্রশাসক এর সাথে কথা বলেছেন। বান্দরবানের জায়গাটি ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠানের নামে বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। এ বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার-কে অবহিত করেছেন। মহাপরিচালক নিজে উদ্যোগী হয়ে বান্দরবানের যে জায়গাটি বেদখলে রয়েছে সেটি উদ্ধারের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।	(৬) বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক, বান্দরবান এর সহযোগিতায় বান্দরবানের জায়গাটি বোর্ডের দখলে আনার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পরিচালক, চট্টগ্রাম-কে দায়িত্ব প্রদান করা হলো।	(৬) পরিচালক (উন্নয়ন) ও পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম।
		(৭) পরিচালক, সিলেট বলেন, জমি বরাদ্দের জন্য চিঠি লিখেছিলেন। তার আগে সরেজমিনে জায়গাটি পরিদর্শন করেছেন। জেলা প্রশাসক মহোদয় বলেছেন যে, পরিচালক, সিলেট আবেদন করলে হবে না। সংস্থা প্রধানকে আবেদন করতে হবে।	(৭) বোর্ডের নামে জমি বরাদ্দের জন্য রংপুর এর আদলে সিলেটের পরিচালক-কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলা হলো।	(৭) পরিচালক (উন্নয়ন) ও পরিচালক, সিলেট।

ক্রমিক	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
		মহাপরিচালক মহোদয় বলেন যে, এ বিষয়ে সময় ক্ষেপন করার কারণ জানতে চান। তাঁকে আইন কানুন জেনে কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। রংপুরের আদলে আবেদন করে দ্রুত এ কাজ শেষ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। (৮) পরিচালক, বরিশাল জানান যে, জেলা প্রশাসক মহোদয় নদীর পাড়ে জমি দেখিয়েছেন সেটি তারা রিজেক্ট করেছে। পরবর্তীতে অনেক খোজাখুঁজি করে অনেক দূরবর্তী জায়গায় জমি পেয়েছে সেটি মোটামুটি ভালো জায়গা। এখন যেখানে বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয় রয়েছে সে জায়গাটা অনেক বেশী বাণিজ্যিক সে কারণে এখানে অনেক চেষ্টা থাকা স্বত্বেও জায়গা পাওয়া যায়নি। ইতোমধ্যে যোগাযোগ করা হয়েছে এখন বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে খুব শীঘ্রই চিঠি প্রেরণ করা হবে। পরিচালক (প্রশাসন) বলেন, মহাপরিচালক এর মাধ্যমে আপনারা পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাবনা পাঠান এখান থেকে জেলা প্রশাসক, বরিশাল-কে ফরোয়ার্ড করে পাঠানো হবে। এছাড়া বোর্ডের প্রায় প্রত্যেক বিভাগীয় কার্যালয়ের নিজস্ব জমি রয়েছে এবং বরিশাল ব্যতিত অন্য সকল বিভাগীয় অফিসের প্রয়োজনীয় স্থান ও কাজের পরিবেশ সুন্দর রয়েছে। বরিশাল অফিসের জন্য আরও নূন্যতম ২টি রুম প্রয়োজন। (৯) উপপরিচালক, ময়মনসিংহ বলেন, জেলা প্রশাসক এবং কমিশনার মহোদয় চেষ্টা করেও জমি পাননি। যেসব জায়গায় জমি পাওয়া যায় তা বর্ষার সময় ডুবে যায় কিংবা অনেক দূরে হওয়ার কারনে জমি সুবিধাজনক স্থানে পাওয়া যাচ্ছে না। মহাপরিচালক মহোদয় উপপরিচালক, ময়মনসিংহ-কে জেলা প্রশাসনক, ময়মনসিংহের কাছে সুবিধাজনক স্থানে জমি নেয়ার বিষয়টি বলার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রয়োজনে মহাপরিচালক মহোদয়ের রেফারেন্স দেয়ার কথা বলেন।	(৮) পরিচালক, বরিশাল বোর্ডের নিজস্ব জায়গা ও অফিসের জন্য আরও রুমের ব্যবস্থা করবেন। (৯) বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ এর সাথে যোগাযোগ করে খুব শীঘ্রই জমি খুঁজে বের করতে হবে।	(৮) পরিচালক, বরিশাল।
০২।	মাসিক কল্যাণ ভাতা কার্ডভিত্তিক হিসাব ব্যাংক ও বোর্ডের প্রধান এবং বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের	(১) প্রোগ্রামার জানান যে, ৩৬,৫৮০ টি কার্ডের ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে। বাকীগুলো খুব শীঘ্রই সম্পন্ন হবে। (২) পরিচালক, ঢাকা জানান যে, জুন, ২০২০ পর্যন্ত অফিস কর্তৃক হিসাব সম্পন্ন করা হয়েছে। ব্যাংক হতে কোন তথ্য না পাওয়ায় রিকনসাইল করা সম্ভব হচ্ছে না।	(১) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয় জুন, ২০২০ তারিখের মধ্যে আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে রিকনসাইলের জন্য নিজের হিসাব সম্পন্ন করবে।	১। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

ক্রমিক	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	রিকনসাইল করে সমন্বয় করা	ব্যাংকে এ পর্যন্ত ২০ (বিশ) টি তাগিদ পত্র দেয়া সত্বেও তারা কোন সহযোগিতা করছে না। (৩) পরিচালক, চট্টগ্রাম জানান যে, ব্যাংক রিকোনসাইল ২০১৮ পর্যন্ত শেষ হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ব্যাংক রিকোনসাইল এর কাজ ২৫৮ টি শাখায় তারা মার্চ/২০২১ এর মধ্যে শেষ করে দেবেন। পরিচালক, বরিশাল জানান যে, ৩১ ডিসেম্বর/২০১৯ ব্যাংক রিকোনসাইল করা শেষ হয়েছে। ব্যাংক কোন টাকা পাবে না বরং ০১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত আছে। ব্যাংকের সাথে কোন লেনদেন ঝামেলা নেই এবং ২০২০ সালের ব্যাংক রিকোনসাইল এর আগামী দু'মাসের মধ্যে শেষ করতে পারবেন। উপপরিচালক, খুলনা ডিসেম্বর/২০১৯ পর্যন্ত ব্যাংক রিকোনসাইল শেষ করেছেন। ব্যাংক কোন টাকা পাবে না। রাজশাহী, বরিশাল, রংপুর, এবং সিলেট ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত রিকনসাইল সম্পন্ন করেছে। ব্যাংক কোন টাকা পাবে না মর্মে মৌখিকভাবে জানিয়েছেন। উপপরিচালক, ময়মনসিংহ জানান যে, জুন, ২০২০ পর্যন্ত ব্যাংক রিকোনসাইল করা শেষ হয়েছে। ব্যাংক কোন টাকা পাবে না। মহাপরিচালক মহোদয়, উপপরিচালক, ময়মনসিংহ-কে অবগত করেন যে, নতুন বিভাগীয় কার্যালয় হিসেবে ময়মনসিংহের মানুষ যাতে ভালো মানের সেবা পায় সেটি নিশ্চিত করতে হবে। মহাপরিচালক মহোদয় যখন বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ ভিজিট করবেন তখন যেন কোন ধরণের গাফিলতি না হয় সে ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করা হয়। রংপুর বিভাগ-কে মহাপরিচালক মহোদয় ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাদের আতিথিয়েতার জন্য।	(২) এ বিষয়ে ব্যাংকের সাথে একটি সভা করতে হবে মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে। পরিচালক, ঢাকা- এ বিষয়ে যথাসময়ে জানাবেন। (২) পরিচালক/ উপপরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয় দ্রুত ব্যাংকের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে রিকনসাইলের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।	২। পরিচালক/ উপপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ।
০৩।	তথ্য প্রযুক্তি সুবিধাদি (আইটি ফ্যাসিলিটিজ) ও প্রশিক্ষণ	প্রোগ্রামার জানান যে, বোর্ডের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল অনুযায়ী ৬০ ঘণ্টা আবশ্যিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ঢাকা, বরিশাল, রংপুর এবং ময়মনসিংহ বিভাগ পিছিয়ে রয়েছে। যেটি ঘাটতি রয়েছে সেটি তাঁরা কাটিয়ে উঠার কথা বলেছেন। খুলনার উপপরিচালক বলেন যে, তিনি আরপিএটিসি, উপপরিচালক নিজে, পিএটিসি থেকে ট্রেনার নিয়ে এসে ট্রেনিং করান।	প্রশিক্ষণ বাস্তবসম্মত এবং ব্যয় সাশ্রয়ী হতে হবে। টার্গেট ভিত্তিক ও দক্ষতা অর্জনে সহায়ক হতে হবে।	১। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। ২। পরিচালক/ উপপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ।

ক্রমিক	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
				৩। প্রোগ্রামার ও সহকারী প্রোগ্রামার, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪।	মাসিক কল্যাণ ভাতায় কার্ড নম্বরের শুরুতে প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়ের কোড নম্বর প্রদান	(১) বোর্ডের কল্যাণ, যৌথ ও দাফন অনুদানের কম্বাইন্ড সফটওয়্যার এর কোডের কাজ শেষ হয়েছে। বোর্ডের সিঙ্গেল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমটি তৈরির কাজ শেষ। সিঙ্গেল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমের সাথে কম্বাইন্ড সফটওয়্যারটি ইন্টিগ্রেশন করে বিসিসির ডাটা সেন্টারে হোস্টিং এর মাধ্যমে সফটওয়্যারটি লাইভে নেয়া হয়েছে। প্রধান কার্যালয়ে কম্বাইন্ড সফটওয়্যারটির কার্যক্রম চলছে।	(১) কল্যাণ ভাতা, যৌথবীমা ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নতুন সফটওয়্যারটি ০৬ মাস চলার পরে কোন ত্রুটি থাকলে তখন ঠিক করে ব্যবস্থা করতে হবে। আগামী জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে বিভাগীয় কার্যালয়ে চালু করা হবে। (২) দ্রুত আপডেট করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। প্রোগ্রামার ও সহকারী প্রোগ্রামার, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, ঢাকা। ২। পরিচালক (উন্নয়ন) ও প্রোগ্রামার
০৫।	মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে স্বাস্থ্যবিষয়ক কোর্স চালু এবং পর্যায়ক্রমে সকল বিভাগে চালু করা।	পরিচালক, চট্টগ্রাম জানান যে, তাঁরা স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স চালূ করতে পারেনি কিন্তু বিউটিফিকেশন কোর্স চালু করেছেন। বিউটি পার্লালের সাজ-সজ্জার কাজ চলছে। তাদের বাজেট কম আছে তাই বাজেট পেলে বিউটিফিকেশনের সব সমগ্রী কিনতে পারবেন। এটি সম্পন্ন করতে পারলে তারা খুব ভালো নারী উদ্যোক্তা তৈরি করতে পারবেন। এটি একটি ফলপ্রসূ কোর্স হবে বলে জানান। খুলনার উপপরিচালক জানান যে, খুলনায় একমাত্র সেলাই প্রশিক্ষিকা ছাড়া আর কোন প্রশিক্ষিকা নেই। তবে তারা বিউটি পার্লার এবং কনফেকশনারির কাজ দুটোই তারা শুরু করেছিলেন। বাইরের ট্রেনার দিয়ে তারা কাজ চালাচ্ছে। কিন্তু করোনা মহামারির জন্য প্রশিক্ষণ বন্ধ রয়েছে। এখানে শুধুমাত্র একজন ট্রেনার আছে। বাকী প্রশিক্ষণ তারা বাইরের ট্রেনার দিয়ে কাজ চালাচ্ছে। আইটি ভিশন সোসাইটির একজন মহিলা ট্রেনার-কে দিয়ে তারা প্রশিক্ষণের কাজ চালাচ্ছে। উপপরিচালক, কম্পিউটার অপারেটর এ. বি. এম আনোয়ার হোসেন এবং উচ্চমান সহকারী মনিরা খাতুন-তারা ট্রেনার হিসেবে কাজ করেন। তবে এটি মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হওয়ায় তারা মনিরা এবং আইটি ভিশন সোসাইটির মহিলা ট্রেনার দিয়ে কাজ চালাবেন যতদিন পর্যন্ত না	০১। বিভাগীয় কমিশানার, খুলনা-কে মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে কথা বলে ব্যবস্থা করার জন্য উপপরিচালক, খুলনা-কে নির্দেশনা দেওয়া হয়। ০২। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সে কি কি আপডেট করেছেন সেটি মহাপরিচালক জানাতে হবে। ০৩। যখন প্রশিক্ষণ হবে তখন মহাপরিচালক মহোদয় এবং পরিচালক (প্রশাসন)-কে অনলাইনে রাখতে হবে। ট্রেনার প্রশিক্ষণে কী কী ট্রেনিং করানো হয় সেটি পর্যবেক্ষণ করতে হবে।	পরিচালক (উন্নয়ন), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

ক্রমিক	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
		কল্যাণ বোর্ডের নিয়োগকৃত মহিলা ট্রেনার না পাওয়া যায়। পরিচালক, বরিশাল জানান যে, তাদের বিউটিফিকেশ কোর্সটি আগেই চালু ছিল। এটি তারা বাইরের ট্রেনার দিয়ে চালাচ্ছেন। করোনার কারণে কোর্সটি বন্ধ রয়েছে। ট্রেনার চলে গিয়েছিল। এখন আবার সীমিত আকারে কোর্সটি চালু করবেন মর্মে জানান। তারা এপ্রিল/২০২১ থেকে স্বাস্থ্যবিষয়ক কোর্সটি চালু করবেন মর্মে আশ্বাস প্রদান করেন। পরিচালক, রাজশাহী জানান যে, করোনার কারণে কোর্সগুলো বন্ধ রয়েছে। করোনা স্বাভাবিক হলে তিনি স্বাস্থ্যবিষয়ক কোর্স চালু করবেন।		
০৬।	সাধারণ চিকিৎসা অনুদান ও ব্যাংক রিকনসাইল সংক্রান্ত সফটওয়্যারের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	প্রোগ্রামার জানান যে, ময়মনসসিংহ বাদে অন্য সকল বিভাগীয় কার্যালয়ে সাধারণ চিকিৎসা অনুদান ও ব্যাংক রিকনসাইল সংক্রান্ত সফটওয়্যার দেয়া হয়েছে। সাধারণ চিকিৎসা অনুদান ও ব্যাংক রিকনসাইল সংক্রান্ত সফটওয়্যারের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিচালক (প্রশাসন) মহোদয় জানতে চান। এ বিষয়ে খুলনা জানান, চিকিৎসা এবং শিক্ষার কাজ খুব ভালো ভাবেই চলছে। কিন্তু অন্য গুলো এখনোও অনলাইনে দিতে পারেননি। প্রোগ্রামার ম্যাডাম সেভাবে কোন নির্দেশনা দেননি। বরিশাল জানান যে, চিকিৎসার কাজ খুব ভালো ভাবেই চলছে। কল্যাণভাতার রিকোনসাইলের কাজ চলমান রয়েছে। লোকবলের অভাব রয়েছে। চট্টগ্রাম জানান, ৩০ জুন, ২০২১ মধ্যে কল্যাণভাতার কাজ শেষ হয়ে যাবে। রাজশাহী জানান, সাধারণ চিকিৎসার কাজ ভালোভাবে হচ্ছে। পরিচালক, ঢাকা জানান তাদের এ সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে।	বোর্ডের সাধারণ চিকিৎসার সফটওয়্যার এর আপত্তি আপডেট করা হয়েছে এবং ব্যাংক রিকনসাইল সংক্রান্ত সফটওয়্যারটি ফেব্রুয়ারি, ২০২০ মাসের মধ্যে বিভাগীয় কার্যালয়, ময়মনসিংহ প্রদান করতে হবে।	প্রোগ্রামার ও সহকারী প্রোগ্রামার, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১১।	**ই-ফাইলিং চালুকরণ**, GRS **ও নাগরিক সনদের বাস্তবায়ন।**	প্রোগ্রামার জানান যে, প্রধান কার্যালয়ের শতভাগ ই-নথি মাধ্যমে নথি উপস্থাপন করা হচ্ছে। বিভাগীয় কার্যালয়ে অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী আইডি তৈরির কাজ চলছে। বিভাগীয় কার্যালয়ে ই-নথির প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের ই-নথি উপস্থাপন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। সর্বপরি ই-নথির ব্যপারে আরো কঠোর হতে হবে। প্রোগ্রামার জানান যে, GRS **এর সফটওয়্যার এখানো জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ইনক্লুড হয়নি। সেন্ট্রালী ইনক্লুড হলে**	(ক) আগামী জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে ই-নথির প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। অত:পর বিভাগীয় কার্যালয়সমূহে ই-নথির মাধ্যমে নথি উপস্থাপন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। (গ) GRS **ও নাগরিক সনদ অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।**	১। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়। ২। পরিচালক/ উপপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ।

ক্রমিক	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
		নাগরিক সনদ অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। GRS বর্তমানে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে আছে। পরিচালক (প্রশাসন) জানতে চান যে, সিটিজেন চার্টার বিভাগীয় কার্যালয়ে যথাস্থানে আপলোড করা আছে কিনা। চট্টগ্রাম জানান যে, তারা মিটিং করেছেন। পুরাতন সিটিজেন চার্টার সরিয়ে দিয়েছেন। তারা ডিসি অফিসের সাথে ম্যাচ করে একটি সিটিজেন চার্টার তৈরি করে জানুয়ারি মাসের মধ্যে যথাস্থানে রাখবেন। পুরনো সিটিজেন চার্টার ওয়েবসাইট হতে সরিয়ে নিবেন। পরিচালক, ঢাকা জানান তাদের আপডেট সিটেজেন চার্টার যথাস্থানে রাখা আছে। খুলান জনান যে, সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী সিটিজেন চার্টার আপডেট করা আছে এবং ওয়েবসাইটেও আপলোড করা আছে। তারা অফিস বদল করবেন বলে দেয়ালে ঝুলানো হয়নি। নতুন জায়গায় শিফট করা হলে সেখানে আপডেটকৃত সিটিজেন চার্টার রাখবেন। রাজশাহী জানান আপডেটকৃত সিটিজেন চার্টার দর্শনীয় স্থানে রাখা আছে। পরিচালক বরিশাল জানান তাদের ওয়েবসাইটে সিটিজেন চার্টার আপডেট করা আছে এবং দর্শনীয় স্থানে আপডেটকৃত সিটিজেন চার্টার খুব শীঘ্রই রাখা হবে। ময়মনসিংহের উপপরিচালক জানান যে, তাদের সিটেজেন চার্টার দর্শণীয় স্থানে রাখা আছে। পরিচালক, সিলেট জানান যে, সিটিজেন চার্টার আপডেট করে দর্শণীয় স্থানে রাখা হবে।	(ঘ) GRS বিভাগীয় কার্যালয়ে ম্যানুয়াল পদ্ধতি আপাতত আমরা চালু রাখা যেতে পারে। (ঙ) বিভাগীয় কার্যালয়ে সিটিজেন চার্টার দর্শনীয় স্থানে রাখতে হবে।	
১২।	**২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি।**	পরিচালক (প্রশাসন) জানান যে, ৩য় কিস্তির টাকা ফ্রেব্রুয়ারি মাসে আসবে। সিজিএ হতে টাকা না আসা পর্যন্ত ৩য় কিস্তির টাকা দেয়া যাবে না। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (বোর্ড হতবিল) আশ্বস্ত করেন যে, ফেব্রুয়ারি মাসে যৌথবীমার টাকার আসবে। অব্যবহৃত কোন টাকা থাকলে সে টাকা দিয়ে কল্যাণ ভাতার চাহিদাকৃত টাকার ব্যকআপ দেয়া হবে। পরিচালক বরিশাল জানান যে, কোন টাকা শর্ট নেই। তিনি বলেন, যে ৪০ লক্ষ টাকা অব্যবহৃত রয়েছে। সেটি ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হবে। তাহলে আইবাসে দাফন-কাফন খাতে কোন বাজেট রাখা হবে না। পরিচালক, রংপুর যৌথবীমার টাকার শর্ট পরার কথা বলেছে। ময়মনসিংহের উপপরিচালক জানান যে, দাফন-কাফনের (বোর্ড তহবিল) ২য় কিস্তির টাকা তিনি পাননি। পরিচালক (প্রশাসন) বলেন যে, টাকা পাঠানো হয়েছে।	(ক) রংপুর-কে অন্য খাত হতে টাকা সমন্বয় করে যৌথবীমার টাকা প্রদান করার জন্য বলা হয়েছে। (খ) উপপরিচালক, ময়মনসিংহ-কে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (বোর্ড তহিবিল) এর কথা বলে ঠিক করে নিবেন।	পরিচালক/উপপরিচালক বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ।

ক্রমিক	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
		সিলেট এর পরিচালক জানান যে, কোন শর্ট নেই। পরিচালক, রাজশাহী জানান যে, চিকিৎসার টাকা শর্ট আছে।		
১৩।	**বিবিধ**	পরিচালক, রংপুর জানান যে, মার্চ/২০২১ তাদের অফিস সিফট হবে শহর হতে একটু দূরে। সেজন্য অফিসের কর্মচারীদের যাতায়াতের জন্য একটি গাড়ি প্রয়োজন। উপপরিচালক, খুলনা জানান যে, মহাপরিচালক মহোদয়ের সহযোগিতার কারণে বেদখল হওয়া জমি দখল করতে সক্ষম হয়েছেন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় যেমন মুক্তা পানি তৈরি করেছে তেমনি কল্যাণ বোর্ড কল্যাণ পানি তৈরির জন্য সব কিছু রেডি করে রেখেছেন, এখন মহাপরিচালক মহোদয় চাইলে সেটি ব্যবহার করার জন্য উপযুক্ত করবেন।	(ক) পরিচালক, রংপুর-কে এ বিষয়ে পরিবহণ কর্মকর্তার সাহায্য নিতে হবে। (খ) যেখানে যেখানে জায়গা আছে সেগুলো উদ্ধার করার জন্য পরিচালক/ উপপরিচালক -দের আরও উদ্যোগী হতে হবে। (গ) বোর্ডের বেদখল জমি গুলো দখল ও নামজারিকরণ নিশ্চিত করতে হবে।	পরিচালক/ উপপরিচালক সকল।

০৫। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সত্যব্রত সাহা
মহাপরিচালক (সচিব)
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড